ভোরের কাগজ

FEB 09 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ...

পাবনায় বিএনপি সন্ত্রাসীদের হাতে কলেজ অধ্যক্ষসহ ৬ শিক্ষক প্রহৃত

প্রতিবাদে যানবাহন ভাঙচুর, মিছিল

পাবনা প্রতিনিধি : গত বৃহস্পতিবার পাবনা শহীদ এম মনসুর আলী কলেজের অধ্যক্ষসহ ৬ জন শিক্ষক স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসীদের হাতে প্রহৃত হয়েছেন। মারাত্মক আহত অধ্যক্ষ আবদুল মান্নান খানকে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে কলেজের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেন। এ সময় তারা যানবাহন ও দোকানপাট ভাঙচুর করেন।

দুপুর পৌনে ১২টার দিকে প্রায় ৫০ জন সন্ত্রাসী মোটরসাইকেল ও রিকশাযোগে কলেজে প্রবেশ করে। তারা এলোপাতাড়ি ফাঁকা ফায়ার করে ত্রাস সৃষ্টি করে। এ সময় ছাত্রছাত্রীরা দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করে। পরে সন্ত্রাসীরা অধ্যক্ষের কক্ষে প্রবেশ করে। এ সময় শিক্ষকদের মিটিং চলছিল। সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল শিক্ষকদের মারপিট করে ঘর থেকে বের করে দেয়। এ সময় অধ্যক্ষ আবদুল মান্নান তার বৈধ পিস্তল দিয়ে আত্মরক্ষার্থে এক রাউন্ড ফাঁকা গুলি করেন। গুলি করার পর সন্ত্রাসীরা তার পিস্তলটি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীরা অধ্যক্ষকে মাথায় এবং ঘাড়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ঘটনার পর পরই শহীদ মনসুর আলী কলেজের ছাত্রছাত্রীরা শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে। তারা জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে। শহরের ইন্দারা মোড়ে ট্রাফিক পয়েন্টে ছাত্ররা পথসভা করে। এ সময় বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা যানবাহন ও দোকানপাট ভাঙচুর করে।

অধ্যক্ষ আবদুল মান্নান জানান, বিএনপির একদল সন্ত্রাসী সাবেক পৌর কমিশনার ফিরোজের নেতৃত্বে এ হামলা চালায়। তারা অবৈধভাবে শিক্ষক নিয়োগের জন্য দাবি জানাচ্ছিল। উল্লেখ্য, সম্প্রতি শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউ হয়েছে।

এদিকে এ হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিচার দাবি করেছেন, জেলা কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ মাহাতাব উদ্দিন বিশ্বাস। এ ছাড়াও নিন্দা জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সাইদুল হক চুন্নু ও সাধারণ সম্পাদক রেজাউল রহিম লাল। সন্ত্রাসী ঘটনার প্রতিবাদে বিকালে আওয়ামী লীগ শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেন।